ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 83 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৩৯ ● কলকাতা ● ১৬ ভাদ্র, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 46

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কারণ সদ্গুরুর প্রভাবে ঐ স্থান পবিত্র, শুদ্ধ এবং অধিক গ্রহণ করার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে যায় আর এরকম স্থানে বসে ধ্যান-সাধনা করা সর্বদা অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হয়। আমি এইখানে এইজন্য থাকছি কারণ এটা আমার 'গুরুবর'-এর স্থান ছিল আর তিনি এই স্থানে ধ্যান সাধনা করে এই স্থানকে পবিত্র করে রেখেছেন। এই স্থানে সর্বদা তাঁর আভামণ্ডলের প্রভাব থাকে।

এখানে শুধু আমিই নয়, এইসব পশুপক্ষীরাও ঐ আভামণ্ডলের আনন্দ নেয়। সেইজন্য এই স্থানে আশেপাশের জঙ্গল থেকে বেশী পশুপক্ষী থাকে। ভাল আভামণ্ডলের প্রভাব সবরকমের পশুপক্ষীদের আকর্ষিত করে। **ক্রমশঃ**

ধর্মতলায় তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খুলে দিল সেনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেনজির ঘটনা। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের 'ভাষা আন্দোলনের' মঞ্চ খুলে দিল জংলা পোশাকধারীরা। অনুমতি নেওয়া হয়নি এই অজুহাতে এদিন আচমকাই প্রচুর সেনা সদস্য ধর্নামঞ্চের সামনে উপস্থিত হন। তার পরে মঞ্চ খুলে দেন। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকজন অবাঙালি সেনা সদস্য বাংলা ভাষা নিয়ে কটূক্তি করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বাংলা ভাষা আন্দোলন। ধর্মতলায় প্রতিবাদ মঞ্চ গড়ে প্রতি সপ্তাহে শনি ও রবিবার বিশেষ সভা করছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এতদিন সেনার তরফে কোনও আপত্তি না জানানো হলেও এদিন আচমকাই কয়েকশো সেনা সদস্য তৃণমূলের অবস্থান মঞ্চ খুলে দেন। ভারতীয় সেনার তরফে কোনও রাজনৈতিক

এরপর ৩ পাতায়

বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫
বিহারে নির্বাচনী পরিবেশ উত্তপ্ত, গোপন তথ্য প্রকাশ

ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক
সিনিয়র সাংবাদিক

পাটনা, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (এজেন্সি)। বিহার বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, পরিবেশ তত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। নেতারা একে অপরের মুখোশ খুলে দিতে শুরু করেছেন। অনেক প্রবীণ তাদের ছেলেমেয়েদের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাটনা থেকে দিল্লিতে দৌড়াদৌড়ি করছেন।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন এই অক্টোবর-নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। ২০২০ সালে মোট ২৪৩টি আসনের জন্য তিন ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমটি ২৮ অক্টোবর ৭১টি আসনের জন্য, দ্বিতীয়টি ৩ নভেম্বর ৯৪টি আসনের জন্য এবং তৃতীয়টি ৭ নভেম্বর বাকি ৭৮টি আসনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভোট গণনা ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই নির্বাচনে, জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) ১২৫টি আসন পেয়ে বিজয়ী হয়, যেখানে মহাজোট ১১০টি আসন পায়। অন্যান্য ছোট দলগুলি ৭টি আসন জিতেছে, এবং একটি আসন যায় একজন নির্দলের দখলে। এর পরে, নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠিত হয়। মাঝখানে, নীতিশের পক্ষ পরিবর্তনের কারণে, মহাজোটও সরকার গঠন করে।

২০২০ সালের নির্বাচনে, আরজেডি বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং ৭৫টি আসন পায়। বিজেপি ৭৪টি, জেডিইউ ৪৩টি, কংগ্রেস ১৯টি, বাম দল ১৫টি, এইচএএম ৪টি এবং ভিআইপি ৪টি আসন পায়। বাকিগুলো অন্যরা জিতেছে। কিছু সদস্যও দলত্যাগ করেছেন। ভিআইপি-র সমস্ত বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ বিজেপি ৮০টি আসন নিয়ে বিধানসভায় বৃহত্তম দল।

আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি এই বছরের শুরু থেকেই প্রচেষ্টা শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়াও, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এনডিএ-র পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি সভায় বক্তব্য রেখেছেন। বৃহৎ পরিসরে প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, আরজেডির তেজস্বী যাদব, বাম নেতা দীপঙ্কর এবং মহাজোটের ভিআইপি নেতা মুকেশ সাহনি ভোটার সংশোধনী ইস্যুটিকে একটি বড় রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করতে ব্যস্ত।

নির্বাচন কৌশলবিদ প্রশান্ত কিশোরের নেতৃত্বাধীন জন স্বরাজ গত দুই বছর ধরে ক্রমাগত জনগণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুর্নীতি, বেকারত্ব এবং দুর্বল আইনশৃঙ্খলার মতো রাজ্যের আসল বিষয়গুলি উত্থাপন করছেন। এর ফলে বিহারের নির্বাচনী লড়াই ত্রিভুজাকার হয়ে উঠেছে। তারা শাসক এবং বিরোধী দলের নেতাদের সমস্যায় ফেলেছে। তারা ক্রমাগত একের পর এক নেতাদের প্রকাশ করে চলেছে।

তবে সম্প্রতি একটি নির্বাচনী জরিপ বেরিয়ে এসেছে। এই জরিপে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে রাজ্যে আবারও এনডিএ সরকার ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে। টাইমস নাউ নবভারত এবং জেভিসি এই জরিপটি পরিচালনা করেছে। জরিপে অনুমান করা হয়েছে যে এখনই নির্বাচন হলে এনডিএ ১৩৬টি আসন পেতে পারে এবং মহাজোটবন্ধন ৭৫টি আসন পাবে। অন্যরা ১৮টি আসন পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এই জরিপ ছাড়াও, জন স্বরাজের পরিস্থিতি এমন যে এটি হয় AAP-এর মতো ঝড় তুলবে, নয়তো ১০টিরও কম আসন পাবে। শ্রী কিশোরও একই কথা বিশ্বাস করেন।

এল.এস.

২ ও ৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক কলকাতায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- শমীকে ভট্টাচার্যকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি করার পরে আর কোনো আগ্রগতি দেখা যায় নি অর্থাৎ আর নতুন রাজ্য কমিটি তৈরী হয় নি। এই নিয়ে ক্ষোভ তৈরী হয়েছে বিজেপির অন্দরে। এই পরিস্থিতিতেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার জন্য রবিবার দিল্লি উড়ে গিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

সোমবার বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের সঙ্গে কলকাতা ফেরার কথা তাঁর। আর তারপরই ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার ও বুধবার) বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক। ওই দুইদিনের বৈঠক নিয়েই এখন জোর জল্পনা শুরু হয়েছে বিজেপিতে। সাংগঠনিক বৈঠকে সুনীল বনসলরা কী বার্তা দেন, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। জানা গিয়েছে, ২ দিনের মধ্যে একদিন সল্টলেক সেক্টর ফাইভের একটি হোটেলে সাংগঠনিক বৈঠক হবে। অন্যদিন সেক্টর ফাইভে দলীয় দফতরে বৈঠক হওয়ার কথা।

আর কয়েকমাস পরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই সাংগঠনিক বৈঠকে

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

ধর্মতলায় তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খুলে দিল সেনা

দলের মঞ্চ খোলার ঘটনা এই প্রথম। মঞ্চ তৈরির সময়ে আপত্তি জানানোর নজির রয়েছে। ফলে ভারতীয় সেনার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বাংলা ভাষার সমর্থনে আন্দোলনের জন্যই সেনাবাহিনী এমন পদক্ষেপ নিল কিনা, সেই প্রশ্নও উঠেছে।সেনার ভূমিকাকে স্বাভাবিকভাবেই স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি। ফলে প্রশ্ন উঠেছে 'দিল্লির রাজনৈতিক প্রভুদের খুশি করতেই তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের' মঞ্চ খুলতে অতি সক্রিয় হল ভারতীয় সেনা?'

সেনার পূর্বাঞ্চলীয় সদর দফতরের তরফে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। মঞ্চ খোলার খবর পেয়েই হাজির হন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপি শাসিত ওড়িশা, মহারাষ্ট্র সহ একাধিক রাজ্যে বাংলা ভাষীদের উপরে লাগাতার নির্যাতন চলছে। বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে চলছে নির্যাতন। আটক করে রাখা হচ্ছে তাঁদের। হেফাজতে নৃশংস নির্যাতন চলছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি তকমা দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক মাসে বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে অত্যাচারিত হয়ে বাংলায় ফিরে এসেছেন কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। বিজেপি'র আইটি সেলের প্রধান অমিত মালবীয় ঘোষণা করে দিয়েছেন, 'বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই।' অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবার নবান্ন দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে জানিয়েছেন 'বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছে বিজেপি সরকার'।

সোমবার ভোররাতে রাকেশ সিংয়ের ছেলে শিবমকে গ্রেফতার করে পুলিশ

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

প্রদেশ কংগ্রেসের অফিসে হামলা চালানো, ভাঙচুর করা, আগুন ধরানোর অভিযোগে কলকাতার বিজেপি নেতা রাকেশ সিংকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাকে পাচ্ছে না।

বাবাকে না পেয়ে ছেলেকে গ্রেফতার! বিজেপি নেতা রাকেশ সিংয়ের ছেলে শিবম সিংকে গ্রেফতার করল এন্টালি থানার পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস অফিস ভাঙচুরের পর থেকেই পুলিশ তাঁকে খুজছিল। আজ, সোমবার পুলিশ তাঁর ছেলে শিবম সিংকে গ্রেফতার করে।

মৌলালির বিধান ভবনে হামলার পর থেকে পুলিশ বিজেপি নেতা রাকেশ সিংকে খুঁজছে। একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করা হচ্ছিল। রাকেশ সিংকে খুঁজতে গিয়েই পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারে তিনি একটি গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন।

রবিবার গভীর রাতে (৩১ অগস্ট) রাকেশ সিংয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা যায়, রাকেশ সিং নেই। তাঁর ছেলে শিবমের কাছে গাড়ির চাবি রয়েছে। এমনকী, গাড়িটিও শিবমের নামে। রাকেশ সিং কোথায়, তা জানার জন্য জেরা করা হলেও শিবম কোনও তথ্য জানাননি। শিবমের কথায় অসঙ্গতি মেলে। তদন্তে অসহযোগিতা এবং হামলায় ব্যবহৃত গাড়িটি শিবমের হওয়ায়, বিজেপি নেতার ছেলেকে গ্রেফতার করা হয়। এখনও পুলিশ রাকেশ সিংকে খুঁজছে।

বিএসএনএল তাদের 'ফ্রিডম প্ল্যান'-এর সময়সীমা ১৫ দিন বাড়াচ্ছে

নয়াদিল্লি, ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

গ্রাহকদের অভূতপূর্ব সাড়া দেখে বিএসএনএল তাদের 'ফ্রিডম প্ল্যান' -এর সময়সীমা ১৫ দিন বাড়িয়েছে। পয়লা অগাস্ট থেকে ১ টাকা টোকেনে চালু হওয়া এই অফারটি নতুন অ্যাক্টিভেশনের ক্ষেত্রে ৩০ দিনের জন্য বিনামূল্যে ফোর-জি পরিষেবা প্রদান করে। ৩১ অগাস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত এই প্ল্যান অ্যাক্টিভেশনের জন্য উপলব্ধ থাকলেও বর্তমানে তা ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

এই প্ল্যানের সুবিধা : আনলিমিটেড ভয়েস কল, টু-জিবি/দিন প্রতি হাইস্পীড ডেটা, ১০০টি এসএমএস এবং বিনামূল্যে সিম (ডিওটি-র নির্দেশিকা অনুযায়ী কেওয়াইসি

এরপর ৫ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী ২ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লির যশোভূমিতে 'সেমিকন ইন্ডিয়া-২০২৫'-এর উদ্বোধন করবেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২ সেপ্টেম্বর সকাল ১০-টা নাগাদ নতুন দিল্লির যশোভূমিতে 'সেমিকন ইন্ডিয়া-২০২৫' –এর উদ্বোধন করবেন। এর লক্ষ্য ভারতের সেমিকন্ডাক্টর পরিমণ্ডলে সমন্বয় করা। প্রধানমন্ত্রী ৩ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৯-টা নাগাদ একটি সম্মেলনেও অংশ নেবেন, যেখানে তিনি সিইও-দের গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন।

২ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর তিনদিনের সম্মেলনে আলোকপাত করা হবে ভারতে শক্তিশালী, সহনশীল এবং সুস্থায়ী সেমিকন্ডাক্টর পরিমণ্ডলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা হবে সেমিকন ইন্ডিয়া কর্মসূচির অগ্রগতি, সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব এবং আধুনিক প্যাকেজিং প্রকল্প, পরিকাঠামো প্রস্তুতি, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, গবেষণা এবং এআই-তে উদ্ভাবন, লগ্নির সুযোগ, রাজ্যস্তরে রীতি রূপায়ণ নিয়ে। এছাড়া, অনুষ্ঠানে ডিজাইন লিঙ্কড ইনসেন্টিভ (ডিএলআই) কর্মসূচি স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ পথচিত্রের ওপর আলোকপাত করা হবে।

২০,৭৫০ জনের বেশি অতিথি অংশ নেবেন, যার মধ্যে ২,৫০০ জন প্রতিনিধি আসবেন ৪৮টির বেশি দেশ থেকে। আন্তর্জাতিক মানের ৫০-এর বেশি সামনের সারির নেতা সহ ১৫০ জনের বেশি বক্তা বক্তব্য রাখবেন। যোগ দেবেন ৩৫০-এর বেশি প্রদর্শক। ৬টি দেশের গোল টেবিল আলোচনা হবে। বিভিন্ন দেশের প্যাভিলিয়ন থাকবে এবং বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক প্যাভিলিয়নও থাকবে অনুষ্ঠানে।

বিশ্ব জুড়ে আয়োজিত সেমিকন সম্মেলনগুলির লক্ষ্য সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির প্রবেশ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সেমিকন্ডাক্টর পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করতে নীতি প্রণয়ন। ভারতকে সেমিকন্ডাক্টর নকশা, উৎপাদন এবং প্রযুক্তি উন্নয়নের হাব হিসেবে তুলে ধরার প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ২০২২-এ বেঙ্গালুরুতে, ২০২৩-এ গান্ধীনগরে এবং ২০২৪-এ গ্রেটার নয়ডায় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্পাদকীয়

শক্তি, সড়ক, রেল ও জল সংক্রান্ত ৪৬,৩০০ কোটি টাকারও বেশি একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রাজস্থান সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজস্থানের জয়পুরে 'এক বর্ষ-পরিণাম উৎকর্ষ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজস্থান সরকার এবং রাজস্থানের মানুষকে অভিনন্দন জানান। রাজস্থানের উন্নয়নকে এক নতুন গতি ও দিশা দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভাকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই প্রথম বছরটি আগামী বছরগুলির উন্নয়ন যাত্রার শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সম্প্রতি 'রাইজিং রাজস্থান সামিট, ২০২৪' শীর্ষক অনুষ্ঠানে তাঁর অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্ব থেকে বিনিয়োগকারীরা রাজস্থানে বিনিয়োগের আগ্রহ নিয়ে ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রাজস্থানে আজ ৪৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই প্রকল্পগুলি রাজ্যের জল সমস্যার সমাধান করবে এবং একে দেশের সবথেকে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, এমন রাজ্যগুলির অন্যতম করে তুলবে। এর ফলে আরও বেশি বিনিয়োগকারী আসবেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং কৃষক, মহিলা ও যুব সম্প্রদায় উপকৃত হবেন।

শ্রী মোদী বলেন, কেন্দ্র এবং এই রাজ্যের সরকার আজ সুশাসনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যে সঙ্কল্প নেয়, তা পূরণ করে। মানুষ আজ তাঁর দলকেও সুশাসনের সঙ্গে একাকার করে দেখে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, সেজন্যই এতগুলি রাজ্যে মানুষ তাঁর দলকে সমর্থন করছে। টানা তিনবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার জন্য ভারতের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ৬০ বছরে এমন নজির আর নেই। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তিনি এই দুই রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ জানান।

রাজস্থানের পূর্বতন সরকারগুলিকে তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রী ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াতের আমলে রাজ্যে উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীমতী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া সুশাসনের ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শ্রী ভজনলাল শর্মার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এই সুশাসনকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে বলে তিনি জানান। গত এক বছরে

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

জায়গাকে অতি পবিত্র বলা হত।

ত্রিভুজের তিন কোণে ছিল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মন্দির। এই কালীক্ষেত্র সীমার মধ্যে কোন এক জায়গায় সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়ে সতীদেহের পায়ের আঙুল পড়েছিল। সেই জন্য সেখানে এক দেবীমূর্তি ও একটি ভৈরব মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ভৈরবের নাম নকুলেশ্বর আর দেবীমূর্তি কালী।

কোনো কোনো গবেষক বলেন "কালীক্ষেত্র" কথাটি থেকে "কলকাতা" নামটির উদ্ভব। এটাই কালীঘাটের উৎপত্তির পৌরানিক ইতিহাস। কালীঘাটের আদি সৃষ্টির

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

২ ও ৩ সেপ্টেম্বর বঙ্গ বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক কলকাতায়

আগামী কর্মসূচি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। ২ দিনের এই সাংগঠনিক বৈঠকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল ছাড়াও অমিত মালব্য ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের থাকার কথা। বৈঠকে দেখা যেতে পারে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। গতকালই তিনি রাজ্য বিজেপির নির্বাচন কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকের পর তিনি বলেছিলেন, নির্বাচন সংক্রান্ত কিছু অলিখিত দায়িত্ব দিয়েছে দল, সেটাই তিনি পালন করছেন। নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন (১৭ সেপ্টেম্বর) উপলক্ষে দেশজুড়ে কর্মসূচি নিয়েছে পদ্ম শিবির। পশ্চিমবঙ্গে কীভাবে সেই কর্মসূচি পালন করা হবে, তা নিয়েও ২ দিনের সাংগঠনিক বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। বিহারের পর বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) শুরু করতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই নিয়ে জল্পনা বাড়ছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি শবের উপর বামপদ বিস্তার করেন এবং দক্ষিণপদ বামপদের উরুতে ন্যস্ত করিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। ইহাকেই অর্ধপর্যঙ্ক নাট্যাসন নামে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ হস্তে তাঁহার উদ্যত বজ্র থাকে এবং বাম হস্তে হৃৎপ্রদেশে রক্তপরিপূর্ণ কপাল থাকে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আইএসআই কলকাতায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরিভাষার ভারতীয় ভাষায় রূপান্তর বিষয়ক কর্মশিবির

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

ভারতীয় ভাষায় একীভূত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরিভাষা রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ নিয়ে জাতীয় কর্মশিবির (টি ইউ এস টি টি আই এল) আজ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই), কলকাতায় উদ্বোধন হল। আইএসআই-এর লিঙ্গুইস্টিক রিসার্চ ইউনিট (এলআরইউ), ভারতীয় ভাষা সমিতি, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সহযোগিতায় তিন দিনের এই কর্মশিবিরের আয়োজন করা হয়ছে।

মূল ভাষণে অধ্যাপক এল. রামামূর্তি মাতৃভাষায় পড়াশোনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিশ্বে প্রাসঙ্গিক হওয়ার পাশাপাশি, সাংস্কৃতিক শিকড়ে দৃঢ় থাকা জরুরি। প্রাক্তন প্রধান, এলডিসি-আইএল, সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস হিসাবে তিনি স্মরণ করান যে সিন্ধু সভ্যতা থেকেই ভারতের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য শুরু, কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে তা ক্ষতিগ্রস্ত ও উপেক্ষিত করার ওপর জোর দেন।

কর্মশিবিরে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত লেখাকে ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরের জন্য উচ্চমানের ব্যবস্থা, কাঠামো ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হবে। অধিবেশনগুলিতে ভাষাতত্ত্ব, অনুবাদ, শিক্ষণ ও ভাষাগত অন্তর্ভুক্তির কৌশল নিয়ে আলোচনা চলবে। গবেষক, পিএইচডি ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন বিষয় ও বিভাগের শিক্ষকরা এতে অংশ নিচ্ছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক এস. আরুলমোজি, প্রধান, সিএএলটিএস, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, অনুবাদ ও ট্রান্সক্রিয়েশনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক ধারণা সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে অনেক সময় ট্রান্সক্রিয়েশন জরুরি। আইএসআই-এর পরিচালক প্রফেসর সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান লাভের পথে ইংরেজি যেন প্রতিবন্ধক না হয়। তাঁর মতে, উদ্দেশ্য শুধু যেকোনো অঞ্চলের ও সামাজিক স্তরের দেশকে তাদের পূর্ণ প্রতিভা কাজে লাগানোর সুযোগ দেওয়া। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই কর্মশিবির সরকারের ভাষা ও শিক্ষা নীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে। অধ্যাপক বিশ্বব্রত প্রধান, ডিন অফ স্টাডিজ, আইএসআই, বলেন সরাসরি অনুবাদের ফলে অনেক সময় বিভিন্ন শব্দের অর্থ বিকৃতি ঘটে। তাই একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিভাষা গঠন অত্যন্ত জরুরি। তিনি একীভূত আঞ্চলিক শব্দকোষ তৈরির প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন তাঁর বক্তব্যে।

১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত আইএসআই কলকাতা দেশের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। পরিসংখ্যান, গণিত, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা ও শিক্ষায় এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। লিঙ্গুইস্টিক রিসার্চ ইউনিটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বহুদিন ধরে বহুভাষিক শিক্ষা ও গবেষণার প্রকল্পে কাজ করছে। এই প্রয়াস উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় ভাষা প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(৩ পাতার পর)

বিএসএনএল তাদের 'ফ্রিডম প্ল্যান'-এর সময়সীমা ১৫ দিন বাড়াচ্ছে

দিতে হবে)।

এই প্ল্যানের সময়সীমা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করে বিএসএনএল – এর সিএমডি শ্রী এ রবার্ট জে. রবি বলেন, "বিএসএনএল সম্প্রতি সমগ্র দেশে একটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অত্যাধুনিক ফোর-জি মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করেছে। এই প্রকল্প আত্মনির্ভর ভারত – এর দৃষ্টিভঙ্গীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই পরিকল্পনার আওতায় প্রথম ৩০ দিনের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হয়। পরিষেবার মান, কভারেজ এবং বিএসএনএল ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার আস্থা গ্রাহকদের ভবিষ্যতেও এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকতে উৎসাহিত করবে বলেই আশা প্রকাশ করেন তিনি।

কিভাবে 'ফ্রিডম প্ল্যান' পাবেন :

১) নিকটবর্তী বিএসএনএল গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে যান (বৈধ কেওয়াইসি নথি সঙ্গে নিয়ে যাবেন)।

২) 'ফ্রিডম প্ল্যান' (১ টাকা অ্যাক্টিভেশন) – এর জন্য অনুরোধ করুন। কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন এবং বিনামূল্যে আপনার সিমটি সংগ্রহ করুন।

৩) সিম ফোনে ইন্সটল করার পর, নির্দেশিকা অনুযায়ী অ্যাক্টিভেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন; আপনার ৩০ দিনের জন্য বিনামূল্যে পাওয়া সুবিধাগুলি অ্যাক্টিভেশনের তারিখ থেকে শুরু হবে।

৪) সাহায্যের জন্য 1800-180-1503 নম্বরে ফোন করুন অথবা bsnl.co.in – এই সাইটটি দেখুন।

চিন-রাশিয়া অক্ষে যোগ ভারতের, চিন্তিত ট্রাম্প

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আমেরিকাকে রুখতে এশিয়ায় তৈরি হচ্ছে ভারত-চিন-রাশিয়া অক্ষ! সদ্যসমাপ্ত এসসিও বৈঠকের পর এই কথাই বলছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল। এহেন পরিস্থিতিতেই ভারতকে ফের কাছে টানতে উদ্যোগী হল আমেরিকা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকের আগেই মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও বলেন, নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটনের সম্পর্ক চলতি শতাব্দীর পথপ্রদর্শক হতে পারে।কেন আমেরিকার এই উদ্যোগ? আসলে চিনকে রুখতে আমেরিকার অন্যতম অস্ত্র হল কোয়াড জোট। ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে তৈরি অক্ষটি দীর্ঘদিন ধরেই বেজিংয়ের মাথাব্যথার কারণ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনায় আমেরিকার হাত থেকে এই অস্ত্রটি প্রায় হাতছাড়া। কারণ, ভারত ছাড়া কোয়াড 'ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার'। মোদি-জিনপিং উষ্ণ করমর্দনে এটা সাফ, চিন যদি গালওয়ানের পুনরাবৃত্তি না করে তাহলে ভারতও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ চিন সাগরে বেজিংয়ের নীল নকশায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সম্পর্কে উন্নতি হলে মার্কিন আধিপত্যবাদ এই অঞ্চলে হালে পানি পাবে না।এসসিও বৈঠক চলাকালীনই ভারতে নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে রুবিওর মন্তব্য পোস্ট করা হয়। সেখানে লেখা হয়, 'আমাদের দুই দেশের মানুষের মধ্যে যে বন্ধুত্ব রয়েছে, সেটাই আমাদের সহযোগিতার মূলমন্ত্র। আমাদের আর্থিক সম্পর্ক যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। দুই দেশের সহযোগিতাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।' রুবিওর এই মন্তব্য এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে দূতাবাসের তরফে লেখা হয়, নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটনের সম্পর্ক চলতি শতাব্দীর পথপ্রদর্শক। এই সম্পর্ক আগামী দিনে নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে।

উল্লেখ্য, বর্তমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে আমেরিকার এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। ভারতের দাবি উড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারংবার বলে এসেছেন, তিনিই ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির মূল কারিগর। ট্রাম্পের এই দাবি বারবার অস্বীকার করেছে ভারত। ঘটনাচক্রে, তারপরেই ভারতের উপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে আমেরিকা।

আমেরিকার উপর পালটা শুল্ক না বসালেও, মার্কিন চোখরাঙানি উপেক্ষা করেছে ভারত। আগের মতোই বিপুল পরিমাণে রুশ তেল আমদানি করেছে ভারতীয় শোধনাগারগুলি। এমনকি এসসিও বৈঠকে চিনের সঙ্গেও বন্ধুত্বের ডাক দিয়েছেন মোদি। গোটা বিশ্বকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, কঠিন সময়ে একে অপরের পাশে থেকেছে ভারত এবং রাশিয়া। এহেন পরিস্থিতিতে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন আমেরিকা। কারণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় চিনের দাপট রুখতে ভারতই ছিল আমেরিকার। তাই দূরে সরে যাওয়া নয়াদিল্লিকে ফের কাছে ফেরাতে উঠেপড়ে লেগেছে ওয়াশিংটন।

জিনপিংয়ের ও মোদী ৫০ মিনিট বৈঠক শেষ করে মোদী বললেন - 'আমাদের বন্ধুত্ব একান্ত জরুরি'

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

নয়া বিশ্ব, নয়া রসায়ন, নয়া বিশ্ব অর্থনীতি তৈরী হচ্ছে পৃথিবীতে। ট্রাম্পের দাদাগিরি বন্ধ করার জন্য দ্বিতীয় কোনো যৌথ শক্তি অনিবার্য। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব কূটনীতিতে নয়া মাইলফলক। দীর্ঘ ৭ বছর পর চিন সফরে গিয়ে রবিবার চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দীর্ঘ ৫০ মিনিটের এই বৈঠকের পর জিনপিংয়ের বার্তা, 'সাম্প্রতিক পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে ভারত ও চিনের বন্ধুত্ব একান্ত জরুরি।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক দাদাগিরির মাঝেই জিনপিংয়ের এই হাতি-ড্রাগনের বন্ধুত্বের বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

এদিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানিয়ে চিনের প্রেসিডেন্ট বলেন, "গত বছর কাজানে আমাদের সফল বৈঠকের পর আপনার সঙ্গে ফের সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি আনন্দিত। এসসিও সম্মেলনের জন্য চিন আপনাকে স্বাগত জানায়।" পাশাপাশি এই বৈঠককে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে জিনপিং বলেন, এই বিশ্ব বর্তমানে বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় আমাদের সভ্যতা সবচেয়ে প্রাচীন। এবং বিশাল জনসংখ্যার সঙ্গে আমরা গ্লোবাল সাউথের গুরুত্বপূর্ন অংশ।

সিনেমার খবর

আইনসিদ্ধ হোক বা না হোক, বিয়ে তো করেছিলাম : নুসরাত জাহান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। নামটা শুনলেই অনেকের মনে প্রথমেই আসে বিতর্কের কথা। গত কয়েক বছরে যেন একটার পর একটা বিতর্কে জড়িয়েছেন এই অভিনেত্রী ও রাজনীতিক। তবে এতদিন এসব নিয়ে খুব একটা প্রকাশ্যে কথা বলেননি তিনি। এবার এক সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের নানা অধ্যায় নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন।

নুসরাত বলেন, 'মানুষ ভাবে, নুসরাত মানেই বিতর্ক। কিন্তু আমি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। যারা সমালোচনা করে, তারা জানেই না আমার ভিতরে কী চলছিল। অনেকে যা বলে, তার অনেকটাই সত্যি নয়, অর্ধসত্য।'

কঠিন সময় পেরিয়ে এখন নিজের জীবনে স্থিরতা খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে করেন তিনি। বলেন, 'আগের চেয়ে অনেক বেশি মানসিক শক্তি পেয়েছি।'

বিয়ে, বিতর্ক ও ভুল বোঝাবুঝি

যশ দাশগুপ্তের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আগে কখনো খুব স্পষ্ট কিছু বলেননি নুসরাত। তবে এবার তিনি বলেন, 'যশের সঙ্গে যখন সম্পর্কে জড়াই, তখন জানতাম সে একজন সন্তানের বাবা। হ্যাঁ, সবকিছু বুঝতে সময় লাগে। সেই সময়টা নিয়েছিলাম।'

তার সংসদে গিয়ে 'বিয়ে হয়নি' বলার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অনেকে ভেবেছে আমি সংসদে গিয়ে বলেছি বিয়ে করিনি। আমি কি বোকা? বিয়ে করে, সংসদে শপথ নিয়ে আবার বলব বিয়েটা হয়নি! তাহলে তো আমাকে পাগলাগারদে যেতে হতো! আমি কখনো এমন বলিনি।'

তিনি জানান, তার প্রাক্তন স্বামীর পক্ষ থেকে আইনি চিঠি এসেছিল, যাতে বলা হয়েছিল তার আর যশের বিয়ে আইনগতভাবে বৈধ নয়। সে কথাটাও তিনি ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। কিন্তু এ কথা সত্যি যে, বিয়ে তো হয়েছিল – সেটা বৈধ হোক বা না হোক।

বিয়ে রেজিস্ট্রি না করার কারণ হিসেবে তিনি জানান, বিয়েটা বিদেশে হয়েছিল। ফিরেই সংসদে শপথ ছিল, তারপর একের পর এক কাজ। সময়ই পাইনি রেজিস্ট্রির জন্য। এটা তারই ভুল। তবে অতীত তো মুছে ফেলা যায় না।

রাজনীতি ছাড়ার কারণ

রাজনীতি থেকে নিজেই সরে এসেছেন, না কি বাধ্য হয়েছিলেন- এমন প্রশ্নে নুসরাত বলেন, 'আমি মন দিয়ে কাজ করছিলাম। কিন্তু নির্বাচনের ছয় মাস আগে অনেক ঘটনা ঘটল। আমাকে বলা হলো আমি মানুষকে ঠকিয়েছি! এটা কেন হবে?'

তিনি বলেন, 'আমি কিন্তু সমস্ত পরিস্থিতি একা সামলেছি। যশ তখন মুম্বাইয়ে, ঈশান ছিল ছোট। ওকে দেখে সিদ্ধান্ত নিই, আর নয়। ও বড় হবে, স্কুলে যাবে- চাই না, আমার কারণে তার জীবনে কিছু প্রভাব পড়ুক।'

২০২৬ সালের নির্বাচনে যদি আবার ডাক আসে তাহলে কী করবেন?- এমন প্রশ্নের জবাবে নুসরাত বলেন, কে ডাকবে জানি না- তৃণমূল না বিজেপি। তবে রাজনীতিতে আসার একমাত্র কারণ ছিল দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)। তাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। উনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মানুষদের স্নেহ করেন, আগলে রাখেন। দিদিকে না বলা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

পারিশ্রমিকের এত তারতম্য কেন হয় বুঝি না : কৃতি শ্যানন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে কি সত্যিই নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদ করা হয়? সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন। দীর্ঘ দিন ধরে ইন্ডাস্ট্রির ভেতরে চলতে থাকা 'লিঙ্গবৈষম্য' বিরুদ্ধে তুললেন স্পষ্ট প্রশ্ন। তার মন্তব্য, "একই পরিমাণ কাজ করতে হলে, সমান পারিশ্রমিক হবে না কেন?"

বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে, কৃতি বলেন, "সমস্ত ইন্ডাস্ট্রির কথা মাথায় রেখেই বলছি, আমি বুঝি না যে কেন পারিশ্রমিকের এত তারতম্য হয়? কারণ, কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে, আপনি পুরুষ না মহিলা, সেটা কোনও ব্যাপারই না। পারিশ্রমিক সেক্ষেত্রে সমানই হওয়া উচিত। সিনেদুনিয়ার ক্ষেত্রেও এই আলোচনা আমরা দীর্ঘ দিন ধরে করে চলেছি এবং বিশ্বাস করুন, অন্য যে কোনও মানুষের থেকে আমাদের খারাপ লাগে সবচেয়ে বেশি।"

তার মতে, যদি নারীকেন্দ্রিক কোনও ছবিও তৈরি হয়, সেক্ষেত্রেও পুরুষকেন্দ্রিক ছবির থেকে কম বাজেট ধরা হয়। কৃতির বক্তব্য, এর কারণ, প্রযোজকেরাও সন্দিহান যে ওই ছবি থেকে যথেষ্ট লাভ হবে কি না!

অভিনেত্রীর কথায়, "আমার মনে হয় এটা একটা বৃত্তের মতো। যেখানে পুরুষকেন্দ্রিক ছবির তুলনায় কোনও নারীকেন্দ্রিক ছবি ভাল ব্যবসা করতে পারে না এবং তারপর ধরেই নেওয়া হয় যে এই কারণেই অভিনেত্রীর পারিশ্রমিক কম, অভিনেতার বেশি।"

বলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন। নিজের চেষ্টায়, পরিশ্রমে তৈরি করেছেন নিজের স্থান। একাধিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অভিনেত্রী আশাবাদী। ইন্ডাস্ট্রিতে ধীরে ধীরে নজরে পড়ার মতো বদল ঘটছে বলেও তাঁর দাবি।

অভিনেত্রীর কথায়, এখন বিষয়ভিত্তিক ছবি ধীরে ধীরে নিজের জায়গা করে নিচ্ছে।

প্রযোজকদের আহ্বান জানান অভিনেত্রী, যাতে তারা নারীকেন্দ্রিক ছবির ক্ষেত্রে আরও কিছুটা ঝুঁকি নেন। ২০২৪ সালে মুক্তি পাওয়া ছবি 'ক্রু'-র মুখ্য চরিত্রে ছিলেন তিন নায়িকা — কৃতি শ্যানন, কারিনা কাপুর খান ও তাব্বু। সেই ছবি প্রায় ১৫৭ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। সেই উদাহরণ আনেন অভিনেত্রী।

একটুতেই রেগে যান জয়া, কারণ জানালেন মেয়ে শ্বেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাগ যেন তার নাকের ডগায়। কথায় কথায় মেজাজ হারান। যদিও এই স্বভাব জয়া বচ্চনের নতুন নয়। আগে শুধু পাপারাজ্জি দেখলেই রেগে যেতেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে রাগ যেন বাড়ছে অভিনেত্রীর। তার মেজাজ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না কেউই।

সম্প্রতি একটি ভিডিও বেশ ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। যেখানে সমাজবাদী পার্টির এক কর্মীকে রীতিমতো ধাক্কা মারেন জয়া। তিনি জয়ার সঙ্গে একটি নিজস্বী তুলতে চেয়েছিলেন, এই ছিল তার অপরাধ।

জয়া আগেও নানা ঘটনা ঘটিয়েছেন। কিন্তু কেন এমন করেন জয়া? যদিও জয়ার ছেলে-মেয়েরা অবশ্য মায়ের এই মেজাজ হারানোর নেপথ্যের কারণ প্রকাশ্যে আনলেন।

জয়ার মেজাজের তল পাওয়া বেশ শক্ত। পান থেকে চুন খসলেই কখনও চিৎকার করেন, কখনও আবার বকা দেন। জয়াকে নিয়ে তটস্থ থাকেন সবাই। অন্য তারকাদের ছবি তোলার জন্য হুটোপাটি করলেও জয়ার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন পাপারাজ্জিরা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিষেক বচ্চন নিজেই জানান, আজকাল বিমানবন্দরে তার মাকে দেখলে ছবি তোলার জন্য পাপারাজ্জি হুড়োহুড়ি করেন না। বরং তার ছবি না তুলেই বিমানবন্দরের অন্দরে প্রবেশের রাস্তা করে দেন।

ভাইয়ের কথা শুনে শ্বেতা বলেন, মায়ের আসলে দম আটকে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে। চারপাশে বেশি লোকজন দেখলেই দমবন্ধ হতে শুরু করে, সেই কারণে এমন আচরণ করে। আসলে এটা একপ্রকারের আতঙ্ক।

ফেদেরারের আরেকটি রেকর্ড ভাঙলেন জোকোভিচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইউএস ওপেনের শেষ ষোলোতে জার্মান টেনিস খেলোয়াড় ইয়ান-লেনার্ড স্ট্রুফকে উড়িয়ে দিয়ে আরও একবার ইতিহাস গড়েছেন সার্বিয়ান মহাতারকা নোভাক জোকোভিচ। সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ৩৮ বছর বয়সী এই তারকা ৬-৩, ৬-৩, ৬-২ গেমে সহজ জয় তুলে নেন এবং পৌঁছে যান কোয়ার্টার ফাইনালে।

এই জয়ের মাধ্যমে জোকোভিচ একসঙ্গে তিনটি রেকর্ড নিজের নামে করে নিয়েছেন।

৩৮ বছর বয়সে চারটি গ্র্যান্ড স্লামের সবকটির কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন জোকোভিচ, এখন এই কীর্তি গড়া সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় তিনি। এর আগে এই রেকর্ডও ছিল তাঁরই দখলে। ৩৪ বছরের পর কোনো টেনিস তারকা এই কীর্তি গড়তে পারেননি, অথচ জোকোভিচ এবার তৃতীয়বারের মতো এটি করলেন।

রজার ফেদেরার তাঁর ক্যারিয়ারে ৮ বার বছরের চারটি গ্র্যান্ড স্লামের প্রতিটিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন। এবার জোকোভিচ সেটি ছাড়িয়ে গিয়ে নবমবারের মতো এক বছরে সব গ্র্যান্ড স্লামে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে নতুন রেকর্ড গড়েছেন।

এই নিয়ে জোকোভিচের গ্র্যান্ড স্লাম কোয়ার্টার ফাইনাল সংখ্যা দাঁড়ালো ৬৪-এ, যা ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রজার ফেদেরারের কোয়ার্টার ফাইনালের সংখ্যা ৫৮।

মাত্র ১০৯ মিনিট স্থায়ী ম্যাচে জোকোভিচ স্ট্রুফের সার্ভ ছয়বার ব্রেক করেছেন। তার পারফরম্যান্স ছিল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। ম্যাচ শেষে জোকোভিচ বলেন, "আমি জানি না আর কতবার এই সুযোগ পাব। তাই প্রতিটি ম্যাচই আমার জন্য বিশেষ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আজ এখানে থাকার জন্য।"

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৪৪ নম্বরে থাকা স্ট্রুফ এবারই প্রথম ইউএস ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছিলেন। তবে অভিজ্ঞ জোকোভিচের বিপক্ষে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারেননি।

শেষ আটে জোকোভিচের প্রতিপক্ষ হবেন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা টেইলর ফ্রিটজ।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে মহারাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিয়ারসেরা বোলিং করে যেন নিজেই নিজের ভাগ্য বদলে দিলেন কেশব মহারাজ। দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি এই স্পিনার আইসিসির ওয়ানডে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এসেছেন এক নম্বরে। বুধবার প্রকাশিত আইসিসির সাপ্তাহিক হালনাগাদে শ্রীলঙ্কার মাহিশ থিকশানাকে পেছনে ফেলে শীর্ষে জায়গা করে নেন তিনি।

কের্নসে মঙ্গলবার সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে দুর্দান্ত বোলিং করেন মহারাজ। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপ ধসিয়ে মাত্র ৩৩ রান খরচায় শিকার করেন ৫ উইকেট। এটি তার ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। এই নৈপুণ্যের সুবাদে র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়ে ৬৮৭ রেটিং নিয়ে বোলারদের শীর্ষে উঠেছেন তিনি। এতে করে এক ধাপ করে নিচে নেমে গেছেন থিকশানা ও ভারতের কুলদিপ ইয়াদাভ।

২০২৩ সালের নভেম্বরে প্রথমবার শীর্ষস্থানে উঠেছিলেন মহারাজ। ২১ মাস পর ফের ফিরে পেলেন সেই স্বপ্নের জায়গা। এর মধ্যেও ধারাবাহিকভাবে টানা সেরা পাঁচে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞ এই স্পিনার।

এছাড়া বোলারদের তালিকায় উন্নতি হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেডেন সিলস (১৭ ধাপ এগিয়ে ১৯তম) ও রস্টোন চেজ (৭ ধাপ এগিয়ে ৬৭তম), পাকিস্তানের আবরার আহমেদের (১৮ ধাপ এগিয়ে যৌথভাবে ৪৩তম)।

ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এইডেন মার্করাম (৪ ধাপ এগিয়ে ২১তম) ও টেম্বা বাভুমা ৫ ধাপ এগিয়ে ২৩তম), অস্ট্রেলিয়া মিচেল মার্শ (৬ ধাপ এগিয়ে ৫২তম), ওয়েস্ট ইন্ডিজের শাই হোপ (২ ধাপ এগিয়ে সপ্তম)।

এছাড়া টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ ধাপ এগিয়ে ১২ নম্বরে উঠেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। অস্ট্রেলিয়ার দুই অভিজ্ঞ ব্যাটার মিচেল মার্শ (৪ ধাপ এগিয়ে ২৫) ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও (১০ ধাপ এগিয়ে ৩০তম) উন্নতি করেছেন।

মদরিচের অন্তরজুড়ে রিয়াল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০১২ সালে টটেনহাম থেকে আসা তরুণ মাঝমাঠের কারিগর হয়ে ওঠা রিয়ালের প্রাণভোমরা। সাদা জার্সি গায়ে ৫৯৭ ম্যাচে গড়া ইতিহাস। লা লিগা থেকে শুরু করে চ্যাম্পিয়নস লিগ, কোপা দেল রে, উয়েফা সুপার কাপ কিংবা ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ কত শত শিরোপার সাক্ষী তিনি। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, করিম বেনজেমা, সার্জিও রামোস কিংবা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের সঙ্গে কাটানো অগণিত মুহূর্ত হাসি-ঠাট্টা, প্রতিপক্ষকে হারানোর নীল নকশা, জয়োল্লাস সবই ফেরে মনের পর্দায়। বিদায়ের দিনেও তিনি ভুলতে পারেননি রিয়ালকে। পারেননি এসি মিলানে যোগ দেওয়ার পরও। মদরিচের হৃদয়ে এখনও বার্নাব্যুই ঠিকানা, এখনও সেটিই ঘর। ডিএজেডএনের সঙ্গে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে তাই অকপটে বললেন সে কথা, 'যার শুরু আছে, তার শেষও আছে। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদে আমার অধ্যায় শেষ হয়েছে, তবে আমার কাছে রিয়াল মাদ্রিদ নিজের বাড়ির মতো। আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।'

৩৯ বছরে দাঁড়িয়ে তার বেশিরভাগ সমসাময়িক অনেক আগেই বুট তুলে রেখেছেন। কিন্তু মদরিচ এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কারণ একটাই খেলার প্রতি তার অনন্ত ভালোবাসা। 'আমি নতুন চ্যালেঞ্জ খুঁজছি খেলার প্রতি টান থেকেই। প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে খেলতে চাই যতদিন সম্ভব। অনুপ্রেরণা এখনও আছে, ভালোবাসা এখনও অটুট।'

হয়তো আর সাদা জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন না, কিন্তু হৃদয়ের পাতায় রিয়াল মাদ্রিদ থাকবে চিরকাল। লুকা মদরিচের কাছে সান্তিয়াগো বার্নাব্যু আজীবন এক অমলিন ঠিকানা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR